PUSAK

পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস' এসোসিয়েশন অব কমলগঞ্জ (পুসাক) এর গঠনতন্ত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম অধ্যায়

ধারা ১: সংগঠনের নাম

পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট'স এসোসিয়েশন অব কমলগঞ্জ (পুসাক)

Public Universities Students' Association of Kamalganj (PUSAK)

ধারা ২: সংগঠনের ধরণ

কমলগঞ্জ উপজেলার শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সেবামূলক সংগঠন।

ধারা ৩: সংগঠনের স্লোগান

"আমাদের অঞ্চলের সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"

"Committed to serve our region"

(সাইফুল আলম - শাবিপ্রবি)

ধারা ৪: সংগঠনের লোগো

PUSAK

প্রস্তুতকারক: সাইফুল আলম - (শাবিপ্রবি),
নিয়াজ রহমান (বামেবি)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারা ৫: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) কমলগঞ্জ উপজেলার উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে কাজ করা।

(খ) অন্যান্য বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধিতে কাজ করা।

(ঘ) মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কাজ করা।

(ঙ) সংকটকালে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সামাজিকভাবে সহযোগিতা করা।

(চ) মাদকমুক্ত কমলগঞ্জ গঠনে নিয়মিত কাজ করা।

(ছ) সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করা।

(জ) প্রাক্তন পাবলিকিয়ানদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখা।

(ঝ) কমলগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমেই বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(ঞ) সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজ করা।

ধারা ৬: সংগঠনের কার্যক্রমের পরিধি

কমলগঞ্জ উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ এবং প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো জায়গায় সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা ৭: কার্যালয়

কমলগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ সরকারি কলেজ, কমলগঞ্জ পৌরসভা/কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদে যে কোনো একটি অনুমতি সাপেক্ষে সিলমোহরযুক্ত নিজস্ব নামের সাইনবোর্ডযুক্ত সংগঠনটির অস্থায়ী কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারা ৮: সদস্যপদ

(ক) দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেলে অধ্যয়নরত কমলগঞ্জ উপজেলার যেকোনো শিক্ষার্থী সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

(খ) সদস্যপদের শ্রেণিবিভাগ:

(খ'ক) নির্বাহী সদস্য: কার্যকারী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সকলেই নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(খ'খ) সাধারণ সদস্য : সংগঠনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সাপেক্ষে সংগঠনের সদস্য ফর্ম পূরণের মাধ্যমে যেকোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী সাধারণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(খ'গ) অ্যালামনাই সদস্য : প্রাক্তন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অ্যালামনাই সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ'ঘ) দাতা সদস্য : প্রাক্তন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ও বয়োজেষ্ঠ্য শিক্ষানুরাগী যে কেউ সদস্য হতে পারবেন।

ধারা: ৯। কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়া

(ক) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র সদস্যদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং উক্ত কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন পূর্ণাঙ্গ/আংশিক কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করবেন। অথবা

(খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন পূর্ণাঙ্গ/আংশিক কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করবেন।

(গ) সকল পদে সৎ, যোগ্য ও উদ্যমী সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ এক বছর।

(ঙ) প্রথম ও প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সংগঠন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির ও উপদেষ্টাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। (১ম কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি/সম্পাদক নির্বাচনে বলবৎ থাকবে)

ধারা ১০ :

(ক) সদস্যপদ নবায়ন
প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে, সংগঠনের নির্ধারিত তথ্য হালনাগাদ ফর্ম পূরণ এবং বার্ষিক সদস্যপদ নবায়ন ফি (যদি প্রযোজ্য হয়) পরিশোধের মাধ্যমে সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নবায়ন না করলে সদস্যপদ অকার্যকর হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) সদস্যপদ বাতিল
সংগঠনের গঠনতন্ত্র ভঙ্গ, সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী আচরণ, নৈতিক সঙ্কটজনক কার্যক্রম, দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা (যা শুনানির মাধ্যমে প্রমাণিত হবে) অথবা সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণে দীর্ঘমেয়াদি অনীহা প্রদর্শন করলে নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সদস্যপদ বাতিল করা হবে।

নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সংগঠনের সদস্যপদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে পারবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারা ১১ : সাংগঠনিক কাঠামো
সাংগঠনিক কাঠামো দুই ধরনের
(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ
(খ) উপদেষ্টা পরিষদ

কার্যনির্বাহী পরিষদঃ
এই পরিষদের নির্বাহী প্রধান হিসেবে থাকবেন সংগঠনের সভাপতি। উক্ত পরিষদের অন্যান্য সদস্যপদসমূহ যথাঃ সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক এবং পরিষদের সভাপতি কর্তৃক গঠিত অন্যান্য পদসমূহ।

উপদেষ্টা পরিষদঃ কমলগঞ্জ উপজেলার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এই পরিষদের সদস্য। পরিষদের কাঠামোতে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্যরা পরিষদের সদস্য হিসেবে থাকবেন।

ধারা-১২ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব
(ক) যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যনির্বাহী পরিষদ পূর্ণরূপে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।
(খ) যেকোনো সমস্যার সমাধানে জরুরি বা সার্বিকভাবে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
(গ) সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে।
(ঘ) পরিষদের সভাপতি সকল মাসিক ও সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ওই দায়িত্ব পালন করবেন।
(ঙ) সাধারণ সম্পাদক অফিসের নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। সভার সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন।
(চ) সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সকল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
(ছ) অর্থ সম্পাদক সংগঠনের আর্থিক বিষয়ক সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করবেন।
(জ) দপ্তর সম্পাদক সংগঠনের সকল দাপ্তরিক ঘোষণাপত্র ও সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করবেন।
(ঝ) প্রচার সম্পাদক সংগঠনের সকল কার্যক্রম গণমাধ্যমে তুলে ধরবেন। সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের সমন্বয় করবেন।
(ঞ) অন্যান্য সদস্য সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৩ঃ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব
নির্বাহী পরিষদের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনানুসারে সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারা-১৪ : অধিবেশন

(ক) সংগঠনকে গতিশীল করার স্বার্থে নিয়মিত অনলাইন বা অফলাইন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) নির্বাহী কমিটির মেয়াদের শেষদিকে পূর্ণ মেয়াদের সকল কার্যাবলী , সফলতা এবং জবাবদিহিতাসহ সার্বিক বিষয় নিয়ে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-১৫: গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি

এই সংগঠন সৃষ্টিতে এই গঠনতন্ত্র আইন /নীতিমালা অনুসরণ করে যাত্রা শুরু হয় এই মর্মে এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটি আজীবন পুসাকের সম্মানিত সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

এই গঠনতন্ত্র নীতিমালা পুসাকের কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করতে পারবে সংগঠনের স্বার্থে। অবশ্য, চলমান কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটির সাথে পরামর্শ করিবেন।

ধারা-১৬: প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও সমন্বয়ক

পুসাক সৃষ্টিতে কিছু উদ্যামী তরুণ-তরুণীদের ভূমিকা আজীবন এই সংগঠন প্রশংসাসহিত স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিবে। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা আজীবন সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সংগঠনের ক্রান্তিকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ মুখ্য ভূমিকা রাখবেন চলমান কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে।প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ সংগঠনকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে সহযোগিতা করবেন। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন বিশৃঙ্খলা নিরসনে প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারা -১৭ অর্থায়ন

(ক) সংগঠনের একটি ফান্ড থাকবে এবং এটি সভাপতির অধীনে অর্থ সম্পাদকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(খ) সংগঠনের সদস্যবৃন্দ , উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং যেকোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আর্থিক সহযোগিতাই উক্ত ফান্ডের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

ধারা -১৮ : সংবিধান সংশোধন

কার্যকরী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারা পরিবর্তন , পরিমার্জন বা সংশোধনযোগ্য।

ধারা-১৯: সম-মর্যাদা

বাংলাদেশ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় সম মর্যাদা অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে।এই পরিবারে সবাই সমান অধিকার ও মর্যাদা পাবেন। কোনো ধরনের দ্বৈত-নীতি অনুসরণ করা যাবে না(ইহা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন যোগ্য নহে)

ধারা-২০: বিশেষ ক্ষমতা:- সংগঠনের স্বার্থে,কমলগঞ্জ শিক্ষানীতির স্বার্থে,পাবলিকিয়ানদের স্বার্থে,দেশ,জাতি ও সমাজের ক্রান্তিকালে, সংগঠন কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচালনায় যদি অযোগ্য বা অবহেলিত মনে হয়।তাহলে সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের লিখিত অভিযোগ বা সহযোগিতা মাধ্যমে, গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটি ও প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক পরিষদ বিশেষ ক্ষমতা প্রণয়ন ও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এই মর্মে অবশ্য উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে করিবেন। বিশেষ ক্ষমতা শুধু গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটি ও প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা বহন করিবেন।গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটি ও প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তি গ্রহণ করিবেন।

ধারা-২১: কৃতিত্ব

পুসাক এক কারো কৃতিত্ব বহন করিবে না।পুসাকের মালিকানা এই কমলগঞ্জের সকল পাবলিকিয়ানরা।পুসাক সবসময় পরিচালিত হবে কমলগঞ্জ পাবলিকিয়ানদের মালিকানায়।কোন একক ব্যাক্তি বা গোষ্টি একক দাবী বা কৃতিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা পরিষদ ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ কমিটি সবসময় একক সম্মানে সম্মানিত হবে এই জায়গায়। পরবর্তীতে কোন প্রতিষ্ঠাতা ও গঠনতন্ত্র কমিটির সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না বা হবে না এই মর্মে পরিচালিত হবে পুসাক (অপরিবর্তনীয়)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারা -২২ : কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি

কমলগঞ্জ উপজেলার জনমানুষের টেকসই কল্যাণই সংগঠনের মূল সার্থকতা।

সমাপ্ত